নীল ও জগাদার
নতুন অ্যাডভেঞ্চার

# হারনো মন্দির

গল্প ও ছবি: কৌশিক কুণ্ডু

N2892D
এখানকার পাহাড়গুলো মাঝে-মাঝেই আগুন ছড়ায়। মেকংয়ের ধারায় তাতে তৈরি হয় ধোঁয়াশার মেঘ।
আগুনে-পাহাড়ের ঘুম ভাঙছে!
ওঃ! গরম হাওয়ায় আকাশ মেঘে ঢেকে গিয়েছে!
প্লেনটাকে শুধু যদি তুলতে পারি!
ওঃ! সামনে পাহাড়টা দেওয়ালের মতো!
গহন অরণ্যে অপেক্ষা করে অজানা বিপদ...!
পাইলট সাংঘাতিক আহত!
?!

কোনও মতে পাইলট বেরিয়ে এলেন...!
ওঃ, রেডিও সেট আর জলটা নিয়ে নিয়েছি রুকস্যাকে।
পাইলট লান যেটা জানেন না, এই এলাকাটা এড়িয়ে চলে স্থানীয় পাহাড়িরাও। শোনা যায়, এখানে ঘুরে বেড়ায় এক অতিকায় দানো!
চারদিকে অন্তহীন জঙ্গল আর ফাম থাইরেঞ্জ চলে গিয়েছে দিগন্তের দিকে। কোনও জীবিত প্রাণী কি নেই?
লান যতটা ভাবছেন তত একা নন তিনি।
রেডিওটা চালু করতে হলে ফাঁকা জায়গা দরকার।
এই টিলা থেকে সেটা চালু হতে পারে।
রেডিওটা চালু হল। কিন্তু...!

নীল, জগাদা সিঙ্গাপুরে এল।
আমরা এখানে এসেছি ডাঃ লি-এর খোঁজে, তাই না?
হ্যাঁ। দেখা করে আমরা নম পেন যাব।
এক বহুজাতিক তেল কোম্পানির অনুরোধে কম্বোডিয়ার উত্তর-পূর্ব প্রদেশে কিছু গোলমেলে ঘটনা ঘটছে। ওরা সেটা দেখবে।
ব্যাপারটা আদিম সংস্কার বলেই ধরা যেত, যদি না...!
দুর্ঘটনাটা না ঘটত!
সাবধান জগাদা।
ওঃ! আঃ!
সামলে উঠেছেন ভদ্রলোক আর জগাদা।
আমি ঠিক... কী হয়েছিল আমার?
মাফ করবেন, ঘটনাটা দুঃখজনক! আপনার জিনিসগুলো...!
অনেক ধন্যবাদ মিস্টার!
ওঃ, ভদ্রলোক যেভাবে ছুটছেন! আবার ধাক্কা লাগবেই!
ভাব, সামনের লোক বুঝবেও না টর্নেডো আসছে পিছনে।
এখানে একটা কার্ড পড়ে গিয়েছে। আঃ, উনিই যে...!
Dr. Kun Tan Lee
Royal fellows
University of Glasgo
Anthropology
প্রোফেসর লি! যাকে আমরা খুঁজছি।

প্রোফেসরের কাছ থেকে আমরা ব্যাপারটার একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পেতে পারি।
তবে নীল...!
তার আগে আরও একটা জরুরি কাজ সেরে নিই ওই চিনা রেস্তরাঁয়।
বাঃ, কী প্রকাণ্ড লবস্টারটা!
ফ্রাইটা অসাধারণ। তবে স্বাদটা নতুন ধরনের।
ঠিকই জগাদা, দারুণ প্রিপারেশন। তবে ওটা চিংড়ি নয়, অক্টোপাস!
মালয়-অয়েল জানিয়েছে, প্রোফেসর আমাদের সাহায্য করবেন।
স্থানীয় পুলিশ স্টেশন।
বলুন, কী সাহায্য করতে পারি?
আমরা বিখ্যাত বিজ্ঞানী প্রোফেসর হুয়ান লি'র ঠিকানাটা চাইছি। বিশেষ দরকার আছে।
অবশ্যই উনি বিখ্যাত মানুষ। চিনা টাউনশিপেই থাকেন। একটু অদ্ভুত মানুষ।
হ্যাঁ হ্যাঁ, ভদ্রলোক টাকমাথা, ছাগল দাড়ি আর রাস্তায় বেঁছুশের মতো হাঁটেন।
ঠিকই বলেছেন, তবে উনি সম্মাননীয় নাগরিক। বিশেষণগুলো একটু ইয়ে, হেঁ হেঁ!

চিনাদের বাস শহরটার উত্তর দিকে। জিন-গবেষক নামে ওঁর খ্যাতি প্রচুর।
আচ্ছা খোকা, লি'র ঘরটা...!
দু'টো গলি পেরিয়ে তিনতলায়...!
সম্ভবত এটাই হবে। ১৩ নং...!
শুভসন্ধ্যা প্রোফেসর লি। আমি নীল। মালয়-অয়েল আমাদের...।
জানি তো। এসো এসো। তোমাদের জন্যই অপেক্ষা করছি।
এটা আমার আস্তানা, ল্যাব সবই। সংক্ষেপে চিড়িয়াখানা, হেঁ হেঁ।
তবে এরা সবই স্টাফ করা পুতুল।
কম্বোডিয়ার অতিমানব সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা ঠিক কী প্রোফেসর?
আমিও ব্যাপারটা নিয়ে খুব উৎসাহী হয়ে পড়েছি।
লাট্টু, এখানে তোর কিছু ভাই-বেরাদর আছে?
বিবর্তনে জিন বিরাট ভূমিকা নেয়। তবে খাপছাড়াভাবে বদলে গিয়ে বড় রকম পরিবর্তন আনতে পারে।

আমাদের একবার অয়েল কোম্পানির দপ্তরে যেতে হবে।
আমরা প্রাণীটার কোনও ক্ষতি চাই না, যদি সে সত্যিই ওখানে থেকে থাকে!
আমরাও না। শুধু চাই সিহানুক ভিলে অয়েল ফিল্ড থেকে কিনশাওয়ের শর্টকাট রুটটা ফের চালু করতে। এতে আমাদের অনেক জ্বালানি বাঁচবে।
আর কোম্পানি এর জন্য আপনাদের অভিযানের সমস্ত আর্থিক দায়িত্ব নিয়েছে।
কাম্বোজের দিকে...!
Royal Khmer Airlines
নম পেন...!
বিদেশদপ্তরে নাড়াদেল এসেছেন ওদের নিতে...!
প্রাচীন ভারতের এক সহোদর আমাদের দেশ। অতিথি না আত্মীয় বলব তোমাদের? কম্বোডিয়ায় স্বাগত বন্ধু!

আর ওটাও! কঙ্গোর খুনে পাহাড়ি গরিলা। তবে এখন...!
এটা একটা খড়ের পুঁটুলি ছাড়া কিচ্ছু নয়।
?!
গ্র্যাঁ-ও-ও!
ল্যাব থেকে ও কিসের আওয়াজ প্রোফেসর?
সর্বনাশ, গরিলাটা খেপে গিয়েছে!
হুই. ই. ই.
দোহাই ক্লারা, থেমে যাও!
জগাদা!
গররর!
আঁ-ক!
লক্ষ্মী মেয়ে! এই নাও তোমার আপেল।
ও এমনিতে নিরীহ। আপেল খুব পছন্দ। পছন্দ নয় শুধু কানে হাত দেওয়া!
বিরাট ফাঁড়া গেল।
আরে ম্যাক্স। তুমি এখানে?
কেমন আছ বুড়ো?

কোম্পানির একটা প্লেন ভেঙে পড়েছে ওখানে। ওরা চাইছে, কিন শাওয়ের শর্টকাট রুটটা ব্যবহার করতে।
তা হলে 'অতিমানব' সমস্যাটা আগে মেটাতে হবে।

আমরা ম্যাড ম্যাক্স অ্যান্ড কোম্পানি থেকে এসেছি ওয়ার্ল্ড এজ চ্যানেলের পক্ষ থেকে এটা কভার করতে। জানো নিশ্চয়ই, মেকংয়ের উত্তরে কিছু দানবাকৃতি পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। কিছু অস্পষ্ট ফোটোগ্রাফ, এক্সকারশনটা লাইভ দেখানো হবে।

খবরটা এসেছে কম্বোডিয়ার এক প্রত্যন্ত অরণ্য অঞ্চল থেকে।

একটা প্লেন ভেঙে পড়েছিল...!

ওখানে জায়গাটা গহীন অরণ্য...!

স্থানীয় উপজাতি এক মহিলা পিছন থেকে ওটাকে প্রথম দ্যাখে... গাঢ় লাল!

পাইলটকে উদ্ধার করে রেসকিউ হেলিকপ্টার। তবে উনি মানসিক অবসাদে আচ্ছন্ন।
বিরাট কোনও ধাক্কা গিয়েছে ওঁর মনের উপর দিয়ে।

আমরা সরাতে চাইছি কুয়াশার আবরণ, ওই রহস্যময় অতিকায় প্রাণীটির উপর থেকে।
যা বহু মিথ ভেঙে তাকে এনে দেবে বাস্তবের আলোয়।

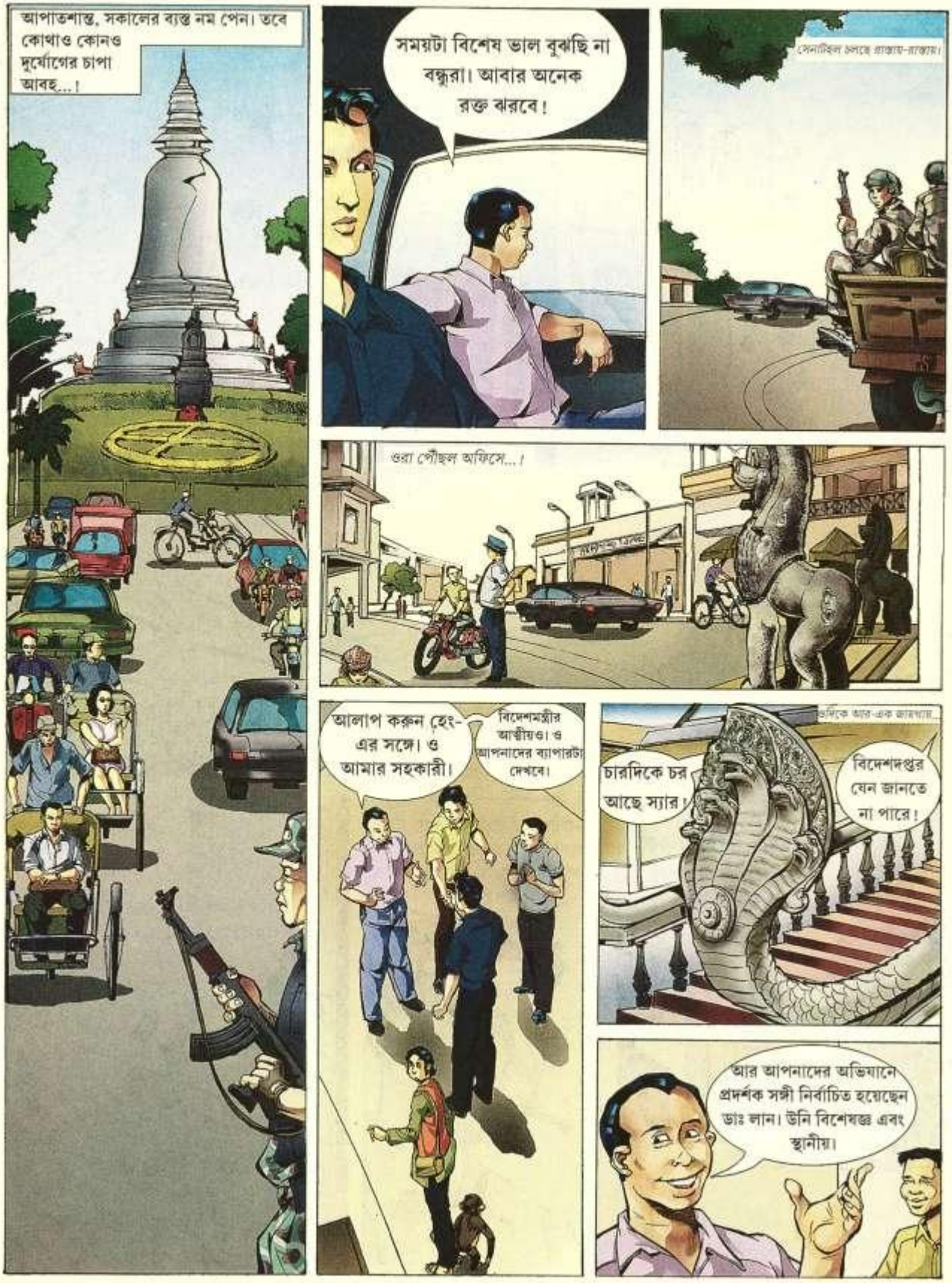
আপাতশান্ত, সকালের ব্যস্ত নম পেন। তবে কোথাও কোনও দুর্যোগের চাপা আবহ...!
সময়টা বিশেষ ভাল বুঝছি না বন্ধুরা। আবার অনেক রক্ত ঝরবে!
সেনাটহল চলছে রাস্তায়-রাস্তায়।
ওরা পৌঁছল অফিসে...!
আলাপ করুন হেং-এর সঙ্গে। ও আমার সহকারী।
বিদেশমন্ত্রীর আত্মীয়ও। ও আপনাদের ব্যাপারটা দেখবে।
এদিকে আর-এক জায়গায়...
চারদিকে চর আছে স্যার!
বিদেশদপ্তর যেন জানতে না পারে!
আর আপনাদের অভিযানে প্রদর্শক সঙ্গী নির্বাচিত হয়েছেন ডাঃ লান। উনি বিশেষজ্ঞ এবং স্থানীয়।

(এর পর ২০ নভেম্বর সংখ্যায়)

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব:২

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

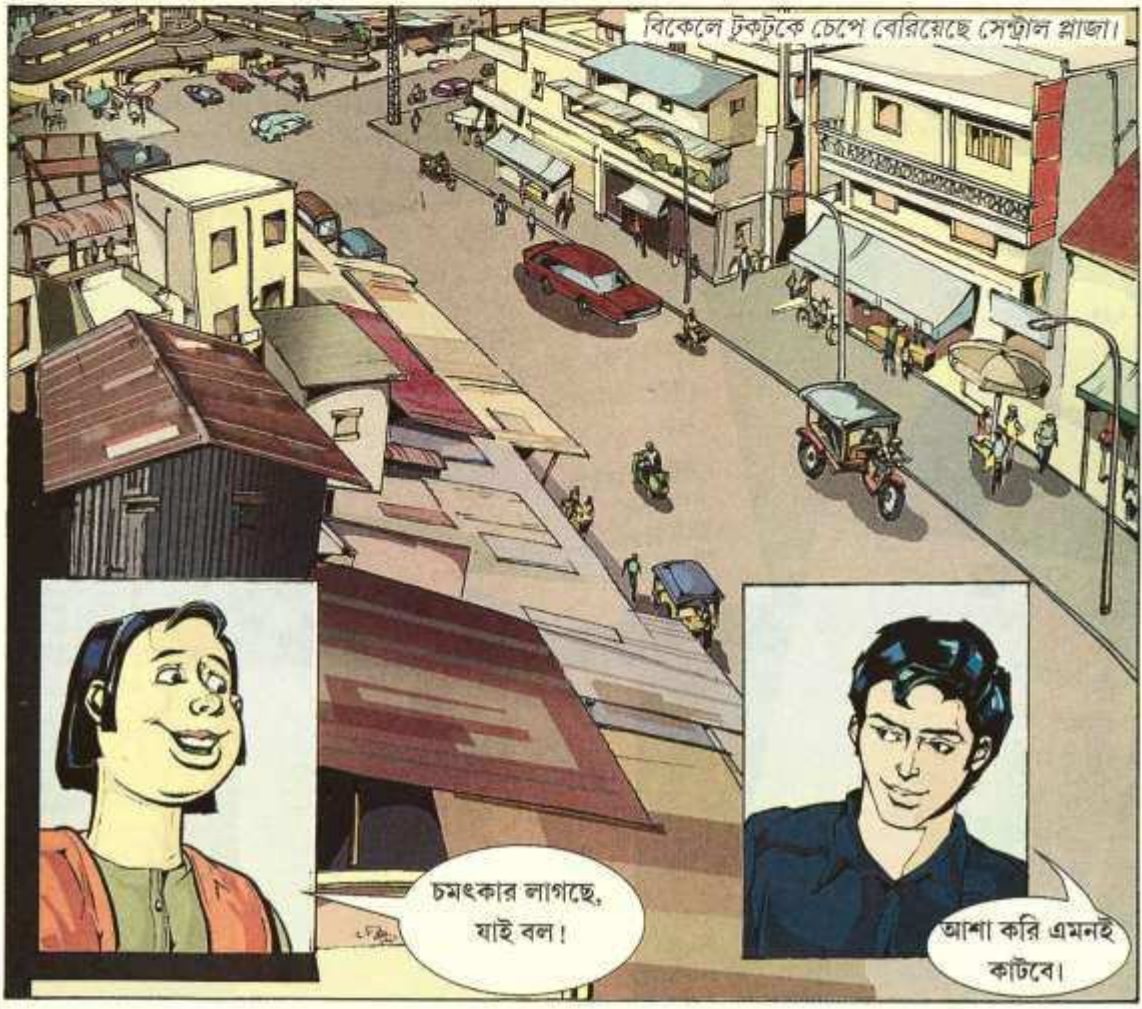

নীল চকিতে...!
ধরে ফেলল গাড়িটাকে...!
আর গাড়িটা ওকে নিয়েই...!
ড্রাইভার প্রমাদ গুনছে।
আর তাই...!
?
ওই গাড়িটা সামলে!

ওঁয়াও!
সফল ল্যান্ডিং!
টুকটুকেওলা পড়ে গিয়েছে!
গাড়ি থেকে এই কাগজটা পড়ে গিয়েছে। এটা কোনও সরকারি প্যাডে লেখা হয়েছে।
অর্থাৎ এদের সঙ্গে কোনও-স্তরের সরকারি লোকের যোগাযোগ আছে।
এখানে দু'জন ভারতীয় বিদেশিকে সরিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
আমাদেরই কেন?
আমরা ঝামেলায় পড়লাম।
মিঃ নাডাদেলের কথাটা ঠিকই।
এখন দেখতে হবে, আমরা ঝামেলায় পড়লে কাদের লাভ! চলো, হোটেলে ফেরা যাক।

আমরা যে কাজে এসেছি, লাওস সীমান্তে উদ্ধার হওয়া পাইলট মানসিকভাবে বিপর্যস্ত! কিন্তু কেন?
তবে কি সেই মন্দির অলীক কল্পনা?

সেটাই উদ্ধার করতে হবে।
ম্যানেজারটা কেমন যেন!

দেখে মনে হচ্ছে, আমাদের ফিরে আসা ওকে অবাক করেছে।

জগাদা সন্দিগ্ধ!

ম্যানেজারটার ভাবটা কেমন ইয়ে মতো না?
এখানে একটা কিছু গোলমাল চলছে। আর আমরা সেই ঝামেলাটায় জড়িয়ে পড়ছি। কেউ আসছে জগাদা।

আরে, আপনারা সুস্থ আছেন? যাক, খুব চিন্তা হয়েছিল। গাড়ির দুর্ঘটনা শুনেই...

কিন্তু মিঃ হেং, আমাদের দুর্ঘটনার কথা এখনও কাউকেই জানাইনি। আপনি কী করে...!
আমি... মানে...!

নীচে ম্যানেজারের মুখেই শুনলাম যেন, তাই ছুটে আসছি। যাক...!

যে কথা বলছিলাম। ডাঃ লান, যিনি এ কাজে আপনাদের সাহায্য করবেন। কাল কাফে ডি টাঙ-এ আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হবেন।
তবে, আবার অনুরোধ করছি মিঃ নীল, এ দেশের গোলমালে নিজেদের জড়াবেন না।
হেং-এর মুখ কঠিন হয়ে গেল...!
লোকটা পরিষ্কার হুঁশিয়ারি দিয়ে গেল নীল।
এখন মনে হচ্ছে, আমাদের দুর্ঘটনাটা নিছক দুর্ঘটনা ছিল না। হেং লোকটা বেশ ধুরন্ধর। আর আমরা ওকে চটিয়ে ফেলেছি!
আবার আমরা বিপদে পড়তে পারি, এজন্য ওর চেষ্টার ত্রুটি থাকবে না। কিন্তু কেন?
এখানে একটা রাজনৈতিক ডামাডোল চলছে, সামরিক স্তরেও ছড়িয়েছে জঙ্গিদের ভূমিকা আছে। এই অবস্থায় আমাদের সরকারি অনুগ্রহ পাওয়াটা অনেককেই খুশি করেনি। কিন্তু হেং কেন?
কাল দেখি ডাঃ লান কী বলেন!
এখানেই তো আসতে বলেছিল, না রে নীল?

এই রে, ওঁর নম্বরটা নেওয়া হয়নি। আমরা ওঁকে চিনব কী করে?
এখানেই কোথাও থাকবেন!
এই বৃদ্ধটি? নাকি ওই ধারের বয়স্ক লোকটি?
মাফ করবেন। আপনিই কি...
লাট্টু আচমকা চেয়ারে উঠে পড়ল। উলটো দিকে একটি কমবয়সি মেয়ে। নীল ব্যস্ত হল।
আরে, লাট্টু! নেমে আয় বলছি।
ডাঃ...!
আচ্ছা, আপনিই কি মিঃ নীল?
আমি ডাঃ লান। আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি। শুভসন্ধ্যা!
ইয়ে, শুভসন্ধ্যা!
আপনাদের পোষ্যটি বেশ বুদ্ধিমান।
ওকে দেখেই তো চিনতে পারলাম।

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ৩

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

দুঃখজনক, আর এখানকার মানুষের প্রতি আমাদের অনেক শ্রদ্ধা আছে। তবে এই কাগজটা আপনাকে দেখাতে চাই।
দেখি, এটা সরকারি সিলমোহর দেওয়া প্যাডে কিছু লেখা খেমের ভাষায়।
বলা হয়েছে, ভারতীয় দু'জনকে সরিয়ে ফেলতে হবে। যারা হোটেল 'সান ওয়ে'তে উঠেছেন।
এ তো সাংঘাতিক কথা। বিদেশদপ্তরের প্যাডে এসব নির্দেশ কে দিল?
শ্ শ্ শ্!
মনে হচ্ছে, কেউ আমাদের কথা শুনছে। আমরা বরং উঠে পড়ি।
তা হলে সেই কথাই থাকল ডাঃ লান।
café an tjong
আপনার বক্তব্য আমি প্রোফেসর লি'কে জানিয়ে দেব। উনি পরশু পাইলিনে চলে আসছেন।
কিন্তু ওরা হোটেলে ফিরে দেখল, সব তছনছ হয়ে আছে।

ওরা তন্নতন্ন করে খুঁজছে। হয়তো এই কাগজটা ওদের মৃত্যুবান হতে পারে।
সেদিন হেং চলে যাওয়ার পর আমি গিয়েছিলাম ম্যানেজারের কাছে।
আপনি হেং'কে আমাদের দুর্ঘটনায় পড়ার খবর দিয়েছেন নাকি?
না, মানে, আপনাদের বিপর্যস্ত দেখেছিলাম, তাই!
দেখলাম, লোকটা কাকে ফোন করছে হন্তদন্ত হয়ে।
সিদ্ধান্ত বদল করল।
হ্যালো ডাঃ লান, কাল নয়, আজ ভোরেই আমরা সিয়েম রিপ চলে যাচ্ছি। আপনি রয়্যাল প্যালেসের কাছে অপেক্ষা করুন।
চটপট নাও জগাদা। আলো ফোটার আগেই আমরা চেকআউট করিয়ে নেব। রাতের শিফটে ওই ম্যানেজার থাকে না।
ওরা যখন হোটেল ছাড়ল তখন ভোর হচ্ছে।

নীল, ওই দ্যাখ সেই টুকটুকওয়ালা থল।
আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকতে চাই রতনকিরি পর্যন্ত। এই টুকটুকেই আপনাদের নিয়ে যাব।
রয়্যাল প্যালেসের সামনে যখন ওরা এল...।
থল, এখানে একজনকে আমরা নিয়ে নেব।
আসুন ডাঃ ঝান, আজ আপনাকে লাগছে নিখাদ খেমের মহিলা।
ধন্যবাদ আপনাদের।
এদিকে...
স্যার, ওরা আজ সকালে রওনা হবে।
সব তৈরি আছে তো?

হ্যাঁ, রওনা হওয়ার খানিক পরই টুরিস্ট বোঝাই বাসটা...!
থলের রেডিওতে খবর চলছে।
আজ সকালে...
হোটেল সান ওয়ের সামনে এক বিদেশি যাত্রীবোঝাই বাস বিস্ফোরণে উড়ে যায়। সন্দেহ করা হচ্ছে...
সর্বনাশ!
ওরা চলছে সিয়েম রিপের পথে, শহরে পরিমণ্ডল ছেড়ে। কম্বোজের গ্রামের নিসর্গের ভিতর দিয়ে।
কী সাংঘাতিক!
আমি এই আশঙ্কা করে আগেই হোটেল ছেড়েছি।
তোমরা বলে দাও, আবার আমাদের সঙ্গীরা নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে।
কাদের এত সাহস হচ্ছে? তারা তার ফল পাবে।

রতনকিরি, পার্বত্যপ্রদেশ...!
তখন অনেক রাত...!
খাম্পেন জঙ্গিরা বিনিদ্র পাহারায় আছে।
ওরা অসতর্ক আছে।
তবে কেউ-কেউ ততটা উদ্বিগ্ন নয়।
দানটা আমার!
হঠাৎ...!
আঁক!
আরও একজন জঙ্গি অপহৃত হল। এদিকে খাম্পেনরা পাগলের মতো খুঁজছে আততায়ীদের।

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ৪

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

তা হলে সত্যিটা দেখে নাও।
ট্যারান্টুলা। ওঃ!
মাথাটা...
ঘুরছে...!
ধপ!
আপনাদের নিতে পারতাম, তবে বস একটু বিপর্যস্ত। আমরা একটু অপেক্ষা করব।
না, না, আমাদের গাড়ি তো আছেই।
জগাদা মুষড়ে পড়েছে।
কপালটাই খারাপ!
আমরা সিয়েম রিপ এসে গিয়েছি। এর পর যাব পাইলিন, তার আগে আঙ্কোর দেখে নেব।

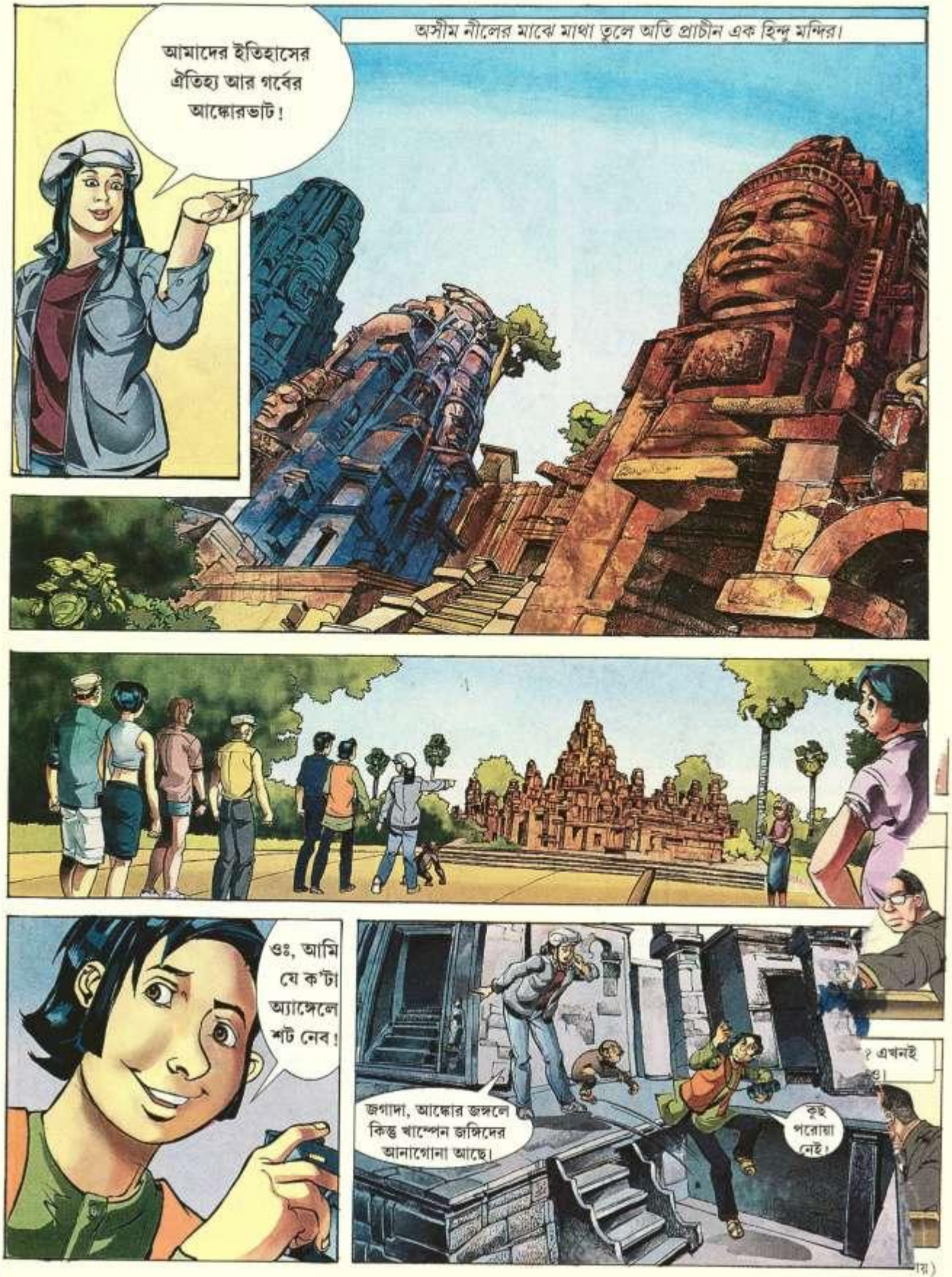
অসীম নীলের মাঝে মাথা তুলে অতি প্রাচীন এক হিন্দু মন্দির।
আমাদের ইতিহাসের ঐতিহ্য আর গর্বের আঙ্কোরভাট!
ওঃ, আমি যে ক'টা অ্যাঙ্গেলে শট নেব!
জগাদা, আঙ্কোর জঙ্গলে কিন্তু খাম্পেন জঙ্গিদের আনাগোনা আছে।
কুই পরোয়া নেই।
? এখনই

এখানে কিছু ভাল কাজ আছে দেখছি!
শট্‌টা ভাল পেতে গেলে লোয়ার অ্যাঙ্গেলে নিতে হবে।
কলার খোসা লাটুর মাথায় এসে পড়ল!
অস্ত্রগুলো জায়গা মতো পৌঁছে দিয়েছিস তো?
হ্যাঁ বস!
হুঁ, জঙ্গিদের ডেরা!
জগাদা
আমাকে পাহাড়ে ফিরতে বলা হয়েছে।
বেশ তো!
!

আরে, একটা শব্দ হল না?
হুপ!
হু-প!
আঁ-ক!
বাবা গো!
পেয়েছি!
শাবাশ লাটু।
কী ব্যাপার সেরান, এত দেরি?
খারাপ খবর জেনারেল, কিম নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ারে কু দে তা হয়েছে।
জেনারেল কাং লিউ-র অধীনের সেনারা ব্যারাকে ফেরেনি। স্রে-পক নদীর উপর পর্যন্ত বাঙ্গ লাং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।
হুম!
ফাম থাই পাহাড়ের খাম্পেন জঙ্গিরা ওদের মদত দিচ্ছে স্যার।
খোঁজ নিচ্ছি।
কী? ওরা ব্রিজ উড়িয়ে দিয়েছে? এখনই এয়ার কমোডর হুনকে লাইন দাও। দরকার একটা বড় রকম বিমান হানা।

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ৫

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

দারুণ খবর নীল। ওই দানবটির কিছু লোম সংগ্রহ করা গিয়েছিল। নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পেয়েছি। লোহা আর দস্তার অনুপাত...!
দেখে মনে হয় প্রাণীটা কোনও উচ্চস্তরের স্তন্যপায়ী। আর সেটা ওরাং ওটাং-এর খুব নিকট গোত্রের!
চলুন, এগিয়ে দিচ্ছি।
কিন্তু যদ্দুর জানি ওরাং থাকে বোর্নিওতে। কেমোডিয়ায় নয়।
ঠিকই প্রোফেসর
সেই রহস্যেরই সমাধান চাই।
তখন অনেক দূরে...!
দ্যাখো, ওর জ্ঞান ফিরছে!
ওকে ফেলে এসো... পাতাল গহ্বরে।
এদিকে জগাদা অন্য ঘরে আড্ডা দিচ্ছে এক চিনা বৃদ্ধের সঙ্গে!
তারপর তো আমি জঙ্গলে...!
একটি ঘোষণা। নর্থ-ইস্টার্ন প্রভিন্সে জরুরি অবস্থা ঘোষণা হয়েছে। সব বিদেশিকে ফিরতে বলা হচ্ছে। সেনা অভিযান চলছে...!
আরে, জগা কোথায় গেল!

আমি আর আমার সঙ্গী বানরটি ঘায়েল করে ফেললাম মারাত্মক সশস্ত্র জঙ্গিগুলোকে।
হঠাৎ অশক্ত বৃদ্ধটি ঝাঁপিয়ে পড়লেন।
জগবন্ধু কিছু বোঝার আগেই...!
ম-ম!
ভোর হয়েছে। আমরা জায়গাটা ছেড়ে যাচ্ছি। এদিকে জগাদার খোঁজ নেই।
বৃদ্ধ এগিয়ে এলেন!
ভাববেন না আপনার বন্ধুটির সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প হল। এখন একটু বিশ্রাম
নিচ্ছেন, শিগগিরই রওনা হবেন।
লাটুও হয়তো আড্ডায় ছিল। ও জগাদার সঙ্গেই ফিরবে। যাক, থল, তুমি ওদের সঙ্গেই এসো তা হলে!
বৃদ্ধটি আসলে খাম্পেনদের স্থানীয় প্রধান।
ধেড়েটা কাল ধরা পড়েছে। আমাদের অনেক কিছু জেনে গিয়েছে।
ওকে মেকং-এর জলে ফেলে এসো। আমি রওনা হচ্ছি!
আরে, একে তো চিনি!

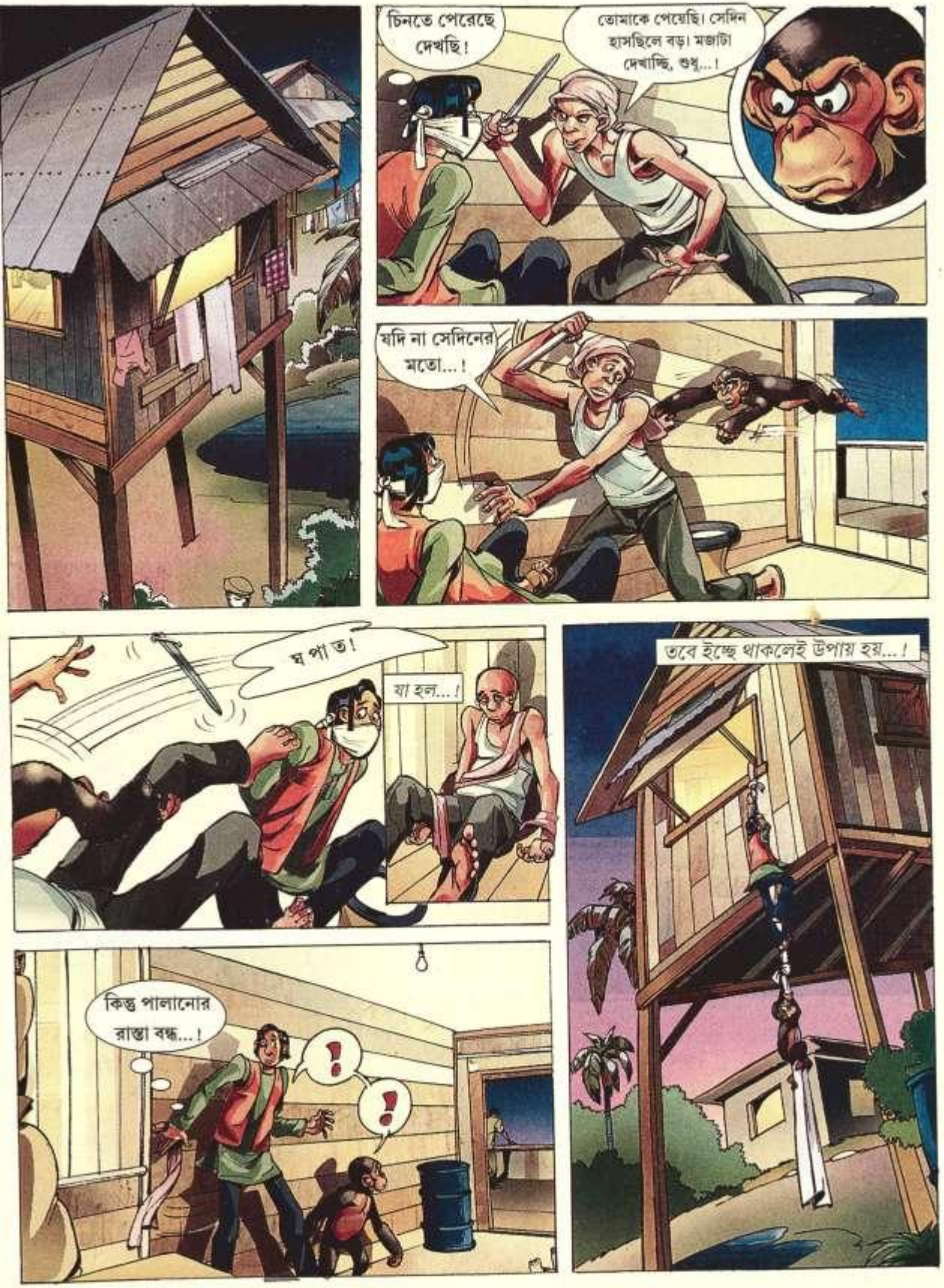
চিনতে পেরেছে দেখছি!
তোমাকে পেয়েছি। সেদিন হাসছিলে বড়। মজাটা দেখাচ্ছি, শুধু...!
যদি না সেদিনের মতো...!
ঘপাত!
যা হল...!
তবে ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়...!
কিন্তু পালানোর রাস্তা বন্ধ...!
?
?

জগা মুক্তি পেয়েছে। এদিকে থল অপেক্ষা করছে ওদের জন্য...!
থল!
নীল, দাঁড়া আমাদের জন্য!
চলে এসো।
ওরা ভরা মেকং পার হচ্ছে...!
কিন্তু লাটু জলকে ভয় পায়...!
খাম্পেন বৃদ্ধও চলেছেন। অন্য নৌকোয়। হঠাৎ জগা ওঁকে দেখে ফেলল!
নীল!
সেই বৃদ্ধটি!

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ৬

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

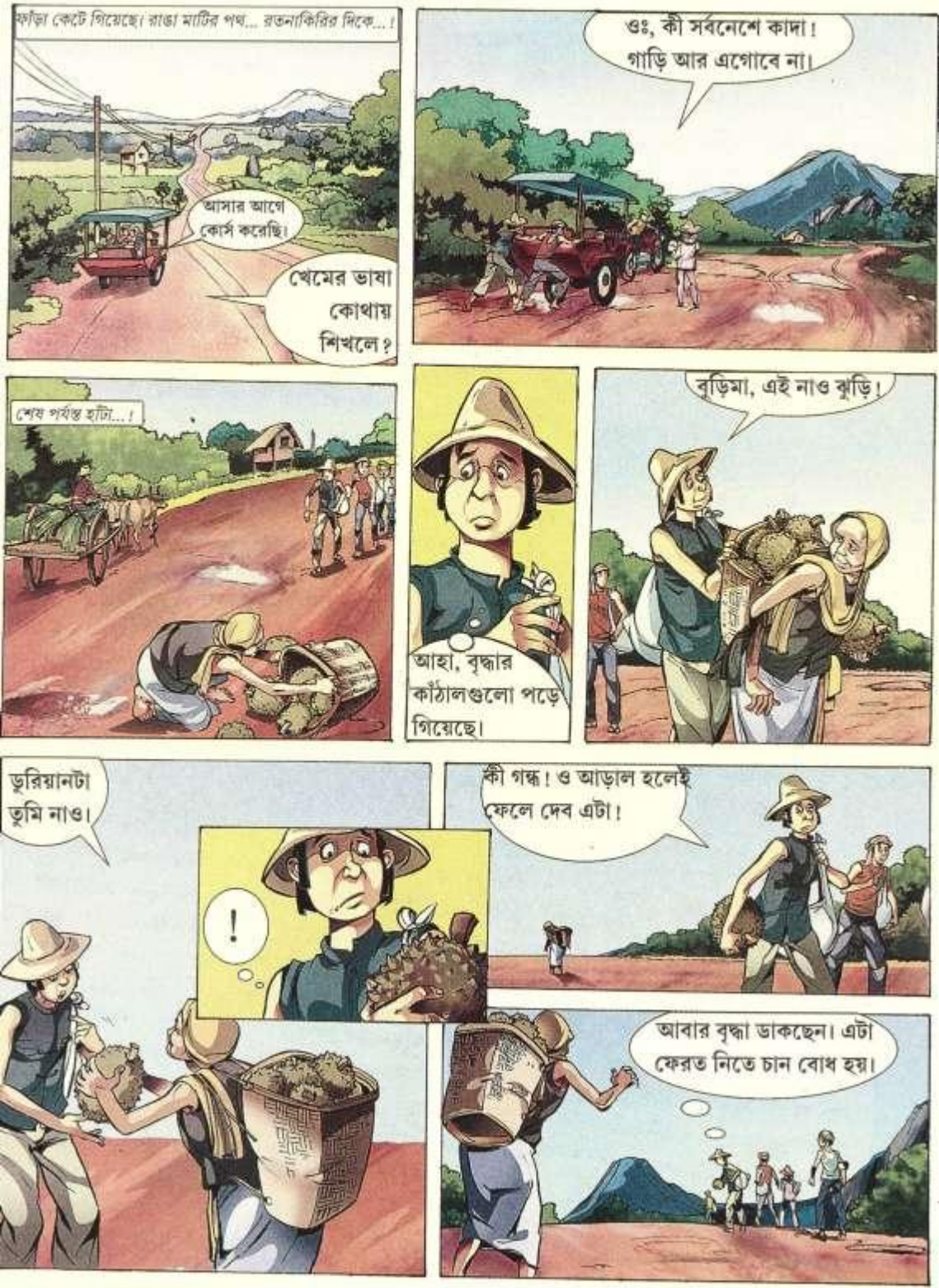

কিন্তু জগাদার ভাবনাটা ভুল ছিল।
দু'টো ডুরিয়ানের ধাক্কায় জগাদা...!
প্রোফেসর, আপনার দু'পায়ে দু'রকম জুতো!
পিছিয়ে পড়ছে!
আপনার সাহায্য ছাড়া লাটুকে লুকিয়ে রাখা যেত না!
এই রে!
কী? একদল বিদেশি এই পথেই গিয়েছে! ওরা গুপ্তচর!
স্যার, একপাটি হাল ফ্যাশনের শহুরে জুতো পড়ে ছিল!
এখনও ওদের পাব?
লাটুর খিদে পেয়েছে। কিন্তু এখানে খাবারের দোকান কোথায়?
জগাদা!
জগাদা বসে পড়েছে।
পেট ভরে ডুরিয়ান খেল...!
খাসা।
মন্দ নয়।
চাকুম!

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ৭

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

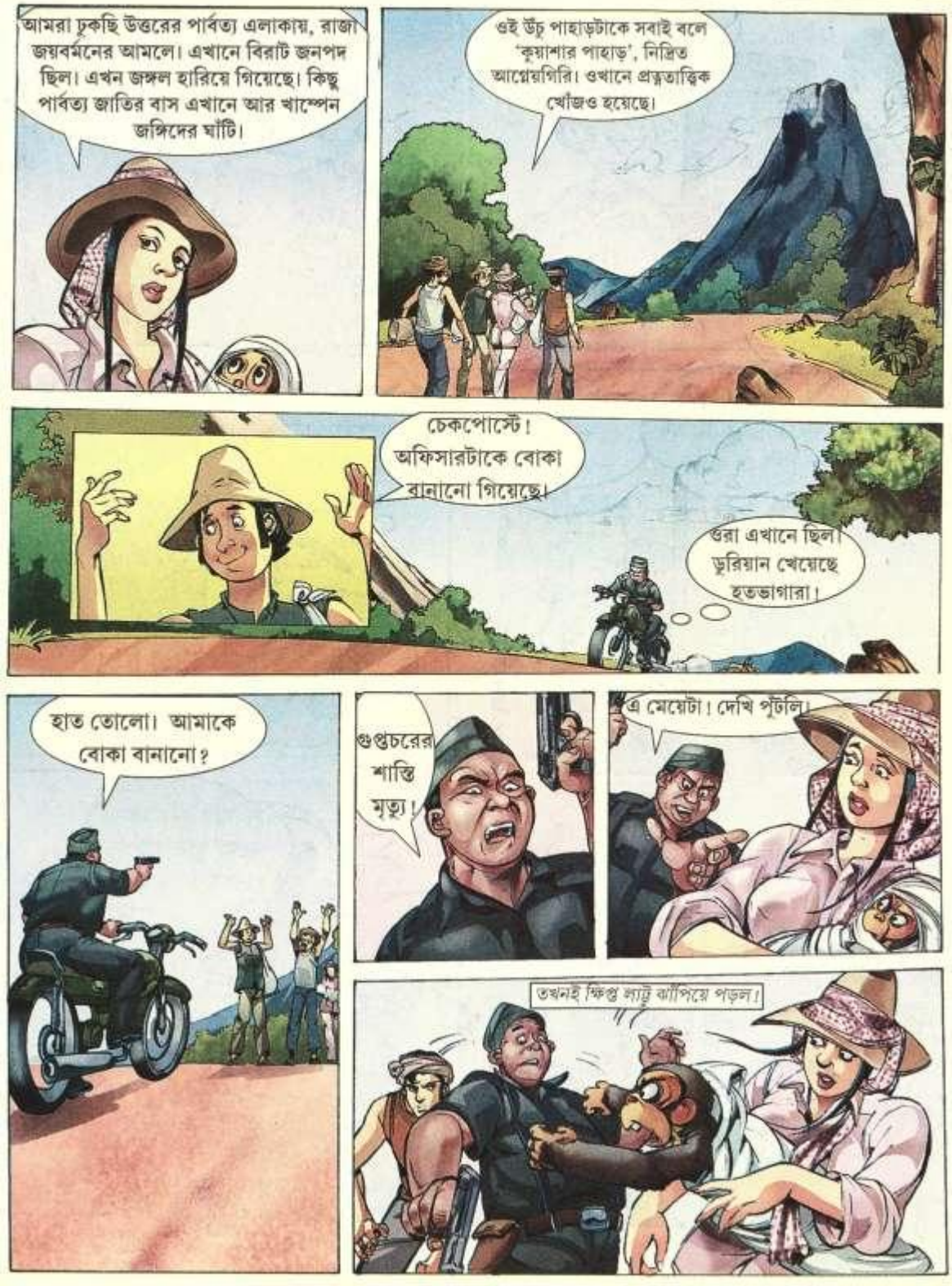

আরে নীল...!
কম্বো-লাওস সীমান্ত...!
আর ছদ্মবেশ দরকার নেই প্রোফেসর!
এখানে এক মোড়ল। জিজ্ঞেস করা যাক।
গরম চা খাওয়া হল।
বহু দূরের অতিথি। এখানে কেন এলে? দানবের ভয় আর দেবতার অভিশাপ লাগল এ দেশে...!
লাল দানোটাকে দেখল আমাদের একটা মেয়ে...!
আসলে ও হল পুবের জঙ্গলের আঁধার মন্দিরের রক্ষক।
দূরের ওই কুয়াশার পাহাড়ে আছে এক মন্দির।

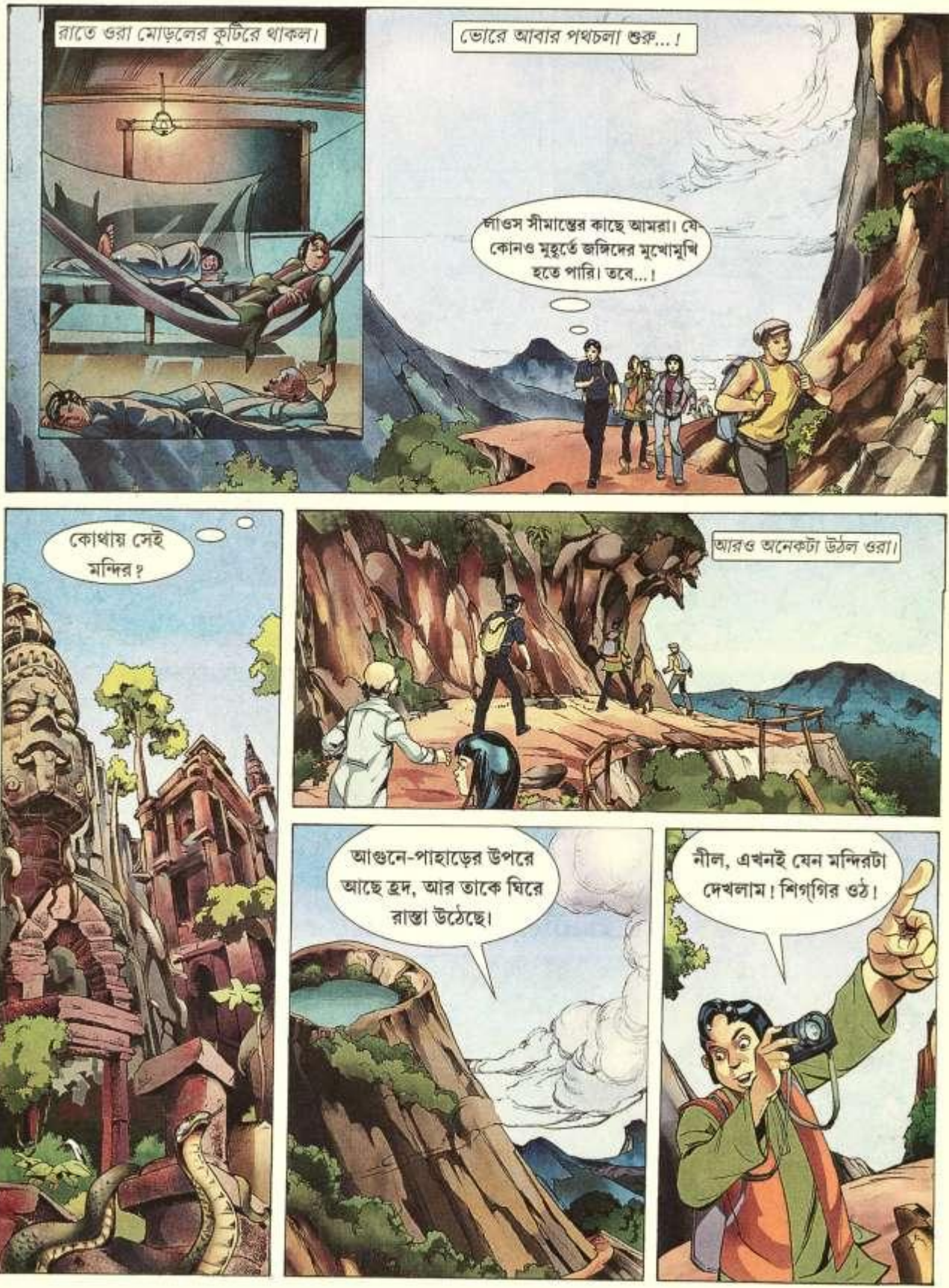
রাতে ওরা মোড়লের কুটিরে থাকল।
ভোরে আবার পথচলা শুরু...!
লাওস সীমান্তের কাছে আমরা। যে কোনও মুহূর্তে জঙ্গিদের মুখোমুখি হতে পারি। তবে...!
কোথায় সেই মন্দির?
আরও অনেকটা উঠল ওরা।
আগুনে-পাহাড়ের উপরে আছে হ্রদ, আর তাকে ঘিরে রাস্তা উঠেছে।
নীল, এখনই যেন মন্দিরটা দেখলাম! শিগ্‌গির ওঠ!

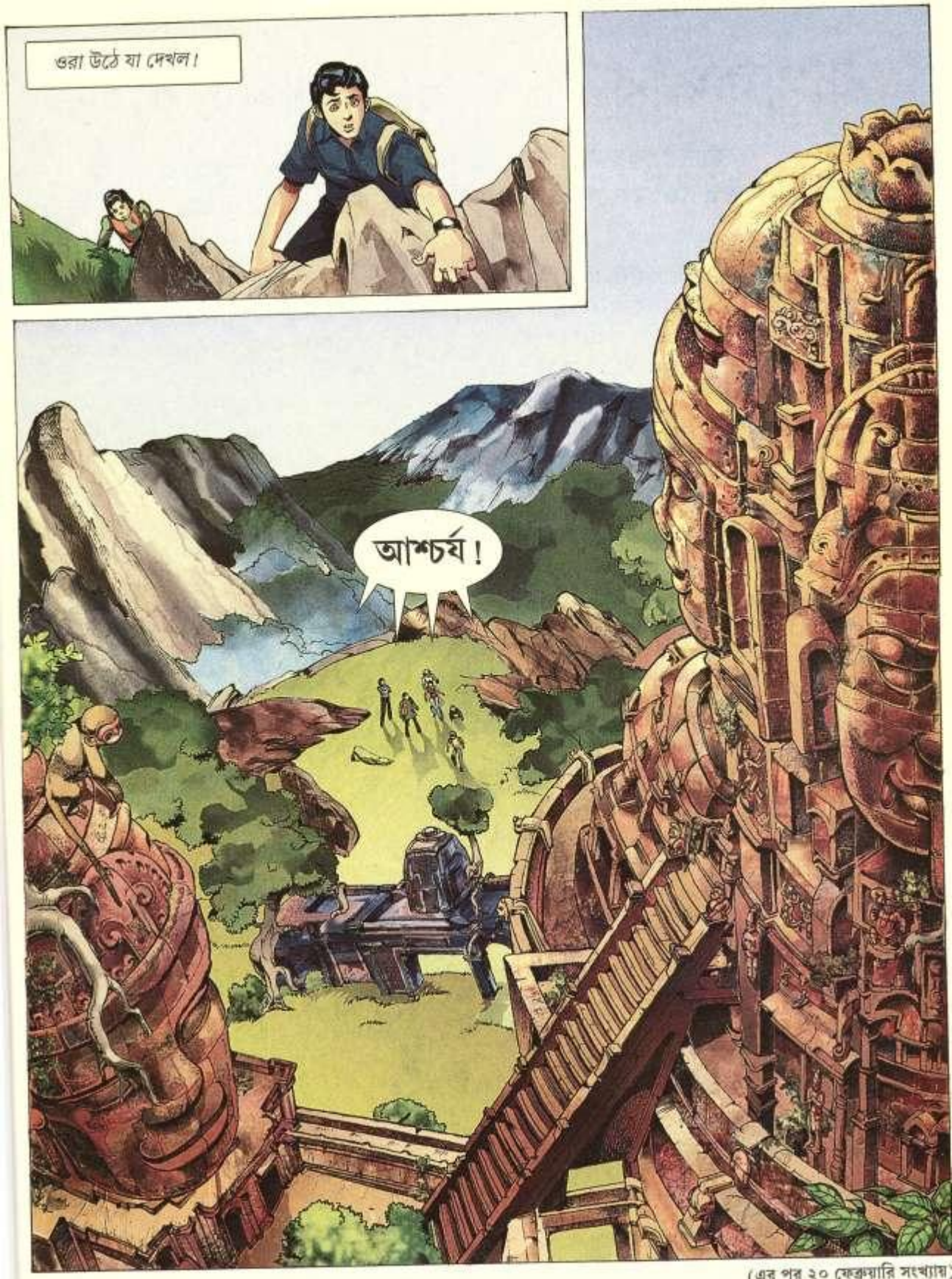


(এর পর ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়)

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ৮

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

হুপ!
নীচে নীল কিছু দেখতে পেয়েছে...!
সবার অলক্ষ্যে নীল নেমে গেল অনেকটা নীচে। সেখানে কিছু জমায়েত দেখা যাচ্ছে...!
বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি পাবে মূর্খের দল।
খাম্পেনরা স্বস্তিতে নেই!
ওরা মন্দিরে ঢুকল...!
সাবধান!
আরে, কী করছ! থামো!
সেনারা আসছে! বিদ্রোহীরা ঠেকাতে পারবে না!
তোদের বিশ্বাস করি না!

কেউ ওটা দেখছে...
আরে!
ধর ধর! সেই শয়তান ছোঁড়াটা।
এবার তোর খেল খতম!
নীল এবার বেরিয়ে এল...!
দুম!
ধাপ!
ও কে?
দৌড়ে পালাল!
ম্যাক্স-এর দল এসেছে...!
কিছু প্রাচীন লেখা!

মহাকাল রুদ্রের উপাসক ছিল এরা। এটা একটা নিষিদ্ধ মন্দির। শুধু উপাসকদের জন্য নির্দিষ্ট।
'ওয়াইল্ড এজ' চ্যানেলের পক্ষ থেকে ম্যাক্স বলছি। প্রিয় দর্শকদের নিয়ে যাচ্ছি কম্বোডিয়ার জঙ্গলে। লাইভ...!
চমক আছে আপনাদের জন্য। প্রস্তুত বিশাল অরণ্য-দানবের মুখোমুখি হতে...!
নীলেরা মন্দিরটা দেখছে।
রাতে ওরা খানিকটা নেমে এল সমতলে।
রাতটা জগাদার বিভীষিকায় কাটল...!
ভোররাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে...!
ক্ স্যাঁ ও ও ও

আঁ!
আঁ!
আঁ!
এ কী! মিঃ জগা, ওভাবে দৌড়চ্ছেন কেন?
প্যাঁচা ওকে ভয় পাইয়ে দিয়েছে।
রেডিও সিগ্‌নাল আমাদের...!
সাহায্য করবে ওর হদিশ পেতে।
মনে পড়ছে ওই মোড়লের কথা।
মন্দিরে যেও না তোমরা! ওটা একটা নিষিদ্ধ এলাকা। গেলে দেবতার রোষ পড়বে।
সর্বনাশ! ওরা এদিকেই এসেছে।
ওদের তন্নতন্ন করে খোঁজো। জলদি!
আমরা একটা কিছু দেখতে পাচ্ছি।

খানিক পর জগ্য থামল।
এ কী!
থামো বিদেশির দল।
খাম্পেনরা এদিকে আসছে...!
সবাই মন্দিরের দিকে চলো!
কে তোমরা?
এই সেই ছেলেটি।
হারিয়ে যাওয়া অরণ্য-বালক সোরায়া?
সোরায়া!
ক্যামেরা এদিকে, যন্ত্র...!
বলছে, আমরা...!
খুব কাছে এসে গিয়েছি।
সোরায়া বলছে, কীভাবে তার পরিবার জঙ্গিদের হাতে খুন হল...!

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ৯

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

মন্দিরের দিকেই ওরা গিয়েছে। সবাই চলো।
পুচান!
ওঃ-হো!
দুর্বল প্রোফেসরকে দানবের দিকে ছুটে আসতে দেখে পুচান একটু ঠাট্টা করল!
নীচে খাম্পেনরা এদিকে উঠে আসছে।
আমাদের কোনও নিরাপদ আশ্রয় দরকার।
তোমার জন্য কিছু উপহার এনেছি, দুষ্টু ছেলে!
ওদিকে চলো, আমি জানি মন্দিরের গোপন রাস্তা।

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ১০

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

নীল ও জগাদার নতুন অ্যাডভেঞ্চার • পর্ব: ১১

# হারানো মন্দির

গল্প ও ছবি
কৌশিক কুণ্ডু

ধ্বংস হয়ে যাক এই মন্দির!
পালাও!
মন্দির ভেঙে পড়ছে!

খাম্পেনরা পালাচ্ছে আরও গভীর অরণ্যের দিকে। তবে ওরা আবার ফিরে আসবে।
সরকারি সেনা জিতেছে। বিদ্রোহীদের হটিয়ে দেওয়া হয়েছে।
কিন্তু এই আশ্চর্য সুন্দর প্রাণীটার কী হবে?
হুররে!
ওই সেনার হেলিকপ্টার!
সেরোয়া, তুমি পুচানকে নিয়ে আরও গভীর জঙ্গলে চলে যাও। সেখানেই ও নিরাপদ থাকবে।
এটা শুধু ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য।
পুচান তার ভাইয়ের সঙ্গে কুয়াশার আড়ালে চলে গেল! হয়তো কোনওদিন সে আবার ফিরে আসবে!

(স মা প্ত)